ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আল্লু জামিন পেতেই 'বিস্ফোরক' কঙ্গনা

পৃঃ ৫

মেসির চোখে বর্তমান প্রজন্মের সেরা ফুটবলার যিনি

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪১ ● কলকাতা ● ০৩ পৌষ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কলকাতা ইনফোসিস ক্যাম্পাসের আজ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী

যাত্রা শুরু হয়েছিল বাম আমলেই। কিন্তু ততটা সাফল্য তখন আসে নি। তারপরে অবশ্য গঙ্গায় অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। এবার আবার নতুন যাত্রা, নতুন পথ। ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে ইনফোসিস জানিয়েছিল যে তারা কলকাতায় একটি সফটওয়্যার উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি করতে চায়। এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের শিলান্যাস করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থা কলকাতার নিউটাউনে ৫০ একর জমি নিয়েছে এবং এখানে প্রাথমিক ভাবে ১০০০ জন ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছে। মধ্যে কোভিদের কারণে এতটা দেরি হয়ে গেলো। তা নাহলো আরও অনেক আগেই এই উদ্বোধন হয়ে যেতো।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুরু হয়েছিল তথ্য প্রযুক্তির নতুন যাত্রা। বিগত কয়েক মাস ধরে রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা আইটি সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করছে যাতে বাংলার সিলিকন ভ্যালিতে তাদের প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করা যায়। কোভিডের পরবর্তীকালে রাজ্যে আইটি ও টেলিকম সংস্থাগুলি বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। যার ফলে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখ

এরপর ৩ পাতায়

ইজতেমার মাঠ দখল নিয়ে তাবলীগ জামায়েতের ২ গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে নিহত ৩, আহত শতাধিক

ঢাকা

বিশ্ব ইজতেমার মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে মাওলানা জুবায়ের আহেমদ ও মাওলানা সাদ কান্দলিভ অনুরাগীদের মধ্যে শুরু হয়েছে রক্তক্ষয়ী লড়াই। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) রাত তিনটে থেকে শুরু হয়েছে সংঘর্ষ। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে। দুই ধর্মীয় গুরুর অনুরাগীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত তিন জন প্রাণ হারিয়েছেন।দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে নিমিষেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দান। রক্তে ভিজে যায় মাটি। পুলিশ ও সেনা সদস্যরা দুই পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ রুখতে ব্যর্থ হন। রক্তাক্ত অবস্থায় অনেককেই মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহতদের মধ্যে দুজন সাদ কান্ধলভির আনুসারী। অন্যজন জুবায়ারের অনুসারী। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গুরুতর জখম হয়েছেন আরও শতাধিক। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের। পরিস্থিতি সামলাতে আরও বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও সেনা সদস্যকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হচ্ছে।

টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা বা তাবলীগ জামাত আয়োজন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় ধর্মগুরু সাদ কান্ধলভির অনুরাগীদের সঙ্গে বাংলাদেশি ধর্মগুরু জুবায়ের আহমেদের অনুসারীদের মধ্যে লড়াই চলছে। এর আগে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল রাজধানী ঢাকা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত তিনটে নাগাদ সাদ কান্ধলভির অনুরাগীরা তুরাগ নদীর পশ্চিম তীর থেকে কামারপাড়া ব্রিজ-সহ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ইজতেমা ময়দানে ঢুকতে শুরু করেন। তাদের বাধা দেন জুবায়েরের অনুরাগীরা। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ইটবৃষ্টি। এর পরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একে অন্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দায়িত্ব ছাড়ছেন নাড্ডা, কে হচ্ছেন বিজেপি'র নতুন সভাপতি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ব ইজতেমার মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে মাওলানা জুবায়ের আহেমদ ও মাওলানা সাদ কান্দলিভ অনুরাগীদের মধ্যে শুরু

এরপর ৩ পাতায়

মুর্শিদাবাদে ৭০ শতাংশ মুসলমান, ভৌগলিক সীমা বাড়াবেই বাংলাদেশ', ভয়ঙ্কর বিপদের সতর্কতা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, যে কোনও দিন বাংলাদেশ মুর্শিদাবাদ দাবি করতে পারে। ভয়ঙ্কর বিপদের দিন আসছে। বিস্ফোরক দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। সাংবাদিক বৈঠকে করে অধীর বলেন, 'ঘৃণ্য চক্রান্ত করছে বাংলাদেশের মৌলবাদ, পাকিস্তান, চিন সঙ্গে। দেখে হয়তো মনে হচ্ছে, একটা ছোট্ট জায়গা, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের।বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "দেখে হয়তো মনে হচ্ছে, একটা ছোট্ট জায়গা, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের। কিন্তু আদতে তা নয়, এটা প্রতীকী। এই বাংলাদেশ ভারতের জন্য বড় বিপদের কারণ। ওরা চাইবে এক্সটেন্ডেড বাংলাদেশ। ভূগোলের এলাকা বাড়াতে চাইছে। আগামী দিনে বাংলাদেশ এই কাজটা করবে। মুর্শিদাবাদ দাবি করবে, মালদহ দাবি করবে।"কিন্তু আদতে তা নয়, এটা প্রতীকী। এই বাংলাদেশ ভারতের জন্য বড় বিপদের কারণ।"

বাংলাদেশ যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে অধীর মনে করছেন, "আগামী দিনে তো বলতে পারে, মুর্শিদাবাদে ৭০ শতাংশ মুসলমান। আওয়াজ উঠাচ্ছে। ভারত পাকিস্তান যখন স্বাধীন হয়েছিল, দুদিন পর মুর্শিদাবাদ স্বাধীন হয়েছিল। বাংলাদেশের অতিরিক্ত অংশ, এই দাবি আসবেই আসবে। অন্য যুক্তিতে দাবি করবে। বাংলাদেশের তরফ থেকে বাংলায় মৌলবাদীদের প্রভাব পতিপত্তি বাড়বে।"বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন তিনি। পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারকেই চরম তৎপর হতে হবে বলে মনে করেন তিনি। অধীর বলেন, "ঠুনকো রাজনীতি করলে পশ্চিমবঙ্গ শেষ হয়ে যাবে। সংসদেও একথা অনেকবার বলেছি। ভারতবর্ষের নেতা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশে। ভারত-বাংলার সরকার রাজনীতি ছেড়ে মানুষের কথা ভাবুন। ভয়ঙ্কর বিপদের দিন আসছে। বাংলাদেশে যেভাবে পপুলেশন বাড়ছে, তাতে এ আশঙ্কা প্রবল।"

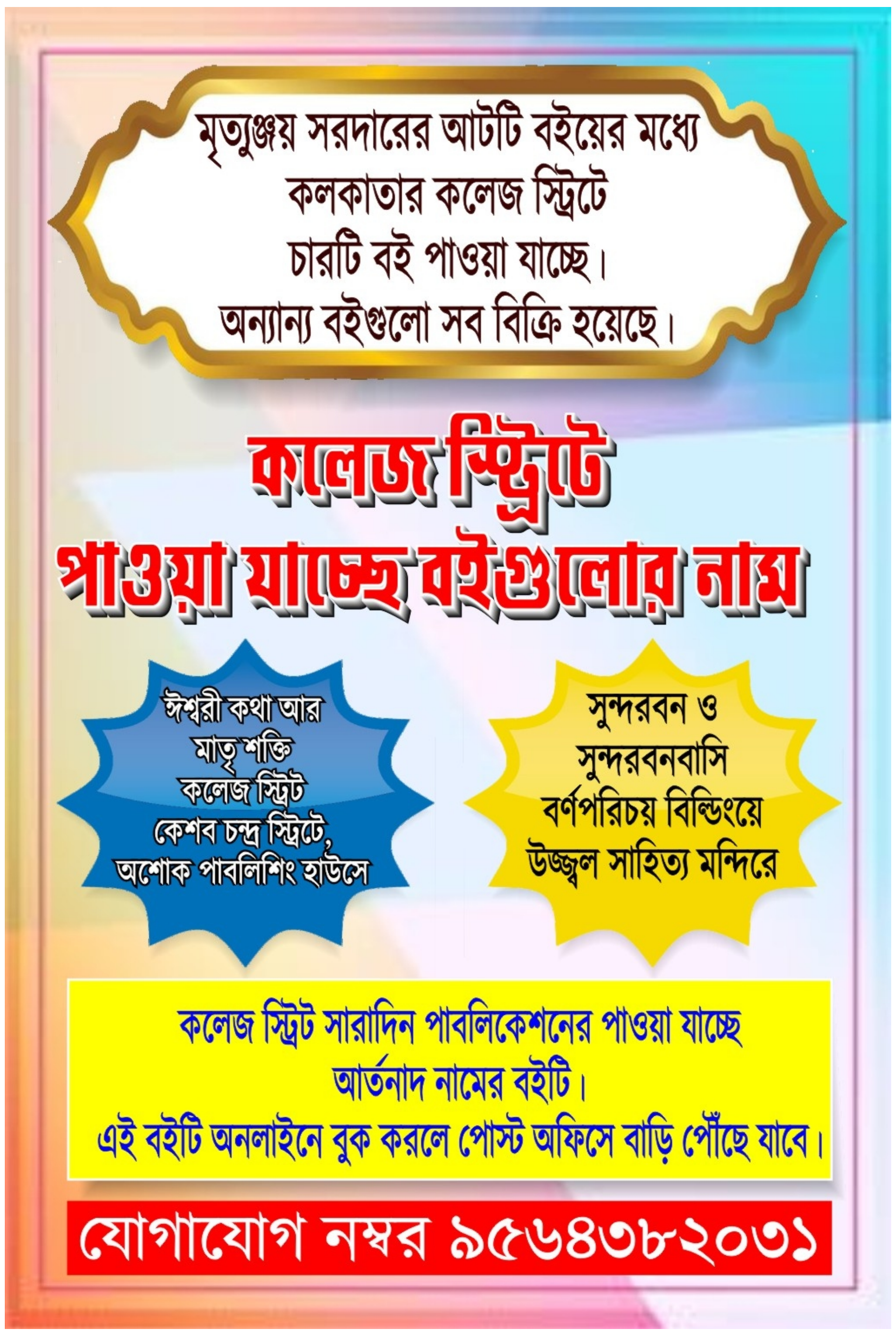

কলকাতায় বাংলাদেশি হিজড়াদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলেন ভারতীয় হিজড়ারা
সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হিজড়াদের আবেদন

মো. জহির

কলকাতা।পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ যেখানে বাংলার মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে, সেখানে তাদের জীবিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় কলকাতার ভারতীয় হিজড়ারা এখন বাংলাদেশি হিজড়াদের বিরুদ্ধে মোর্চা খুলেছে। ভারতীয় হিজড়ারা আজ বন্দর আঁচলের বাবুবাজার থেকে বাংলাদেশী হিজড়াদের বিরুদ্ধে সমাবেশ করে ইকবালপুর থানায় স্মারকলিপি পেশ করেছে। সমাবেশে স্থানীয় নারীসহ শতাধিক মানুষ অংশ নেন। এ সময় স্থানীয় কিন্নর নূর, ফিঞ্জাসহ অন্যরা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশি হিজড়ারা কলকাতাসহ সমগ্র বাংলায় লুটপাট করছে এবং এখানকার স্থানীয় হিজড়াদের জীবিকার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় কিন্নরদের অভিযোগ, বাংলাদেশি হিজড়ারাও মানুষের বাড়িঘরের রেইকি করে এবং অপরাধীদের পাশাপাশি অপরাধও করছে। জাল পাসপোর্ট, আধার কার্ড এবং আরও অনেক নথি তৈরি করা হচ্ছে এমন লোকদের জন্য কিন্তু পুলিশ ও ব্যবস্থা নীরব। তাদের অভিযোগ, দীপালি, গোরা, সাব্বোর মতো বাংলাদেশি হিজড়ারা

অপরাধমূলক কাজে জড়িত এবং তাদের খবরও গণমাধ্যমে এসেছে। স্থানীয় কিন্নররা জানান, বিষয়টি নিয়ে ইকবালপুর, বেহালা, মাটিয়াবুর্জ, চেতলা, আলিপুর, মহেশতলা থানাসহ বিভিন্ন থানায় অভিযোগ ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় নপুংসকরা এই বিষয়ে সাহায্যের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেছেন এবং তারা নিশ্চিত যে দিদি তাদের কণ্ঠস্বর শুনবেন।

সংসদে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে মুখ খুললেন।সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের বিষয় বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে সকাল থেকেই সংসদের দুই কক্ষে বিরোধীরা হট্টগোল শুরু করেন। অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করে তাঁরা। যদিও বিরোধীদের দাবিকে আমল দিতে রাজি হয়নি বিজেপি। বরঞ্চ বিজেপি দাবি করেছে কংগ্রেস মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে।

এছাড়াও মঙ্গলবার সংবিধান সংক্রান্ত বিতর্ক চলাকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন " এখন এক ফ্যাশন হয়েছে - আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এতবার যদি ভগবানের নাম নিত তাহলে সাত জন্ম স্বর্গবাস হয়ে যেত। জহরলাল নেহরুর সঙ্গে আম্বেদকরের বহু মতপার্থক্য ছিল। তাই তিনি নেহেরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১০০ বার ওর নাম নিলেও কিন্তু ওকে নিয়ে আপনাদের কি আবেগ ছিল? তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতিদের প্রতি সরকারের আচরণ নিয়ে খুশি ছিলেন না আম্বেদকার"। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরেই কংগ্রেস সাংসদরা বিক্ষোপে ফেটে পড়েন।

বাবা সাহেব আম্বেদকারকে জড়িয়ে অমিত শাহের এই মন্তব্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, " ওদের মুখোশ খুলে গেল। ২৪০ আসন পেয়েই এভাবে আম্বেদকরকে অসম্মান করছে।, ৪০০ আসন পেলে হয়তো বাবাসাহেবের সব অবদান ভুলে নতুন ইতিহাস লিখত"। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে বলেছেন " সংসদে যখন সংবিধানের ৭৫ বছর উদযাপন হচ্ছে তখন অমিত শাহ অপমানজনক মন্তব্য করে আম্বেদকারের ভাবমূর্তি নষ্টের পথ বেছে নিলেন। এতেই ওদের বর্ণবিদ্বেষী দলিত বিরোধী মানসিকতা বোঝা যায়"। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন যারা আম্বেদকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন সেই সব লক্ষ লক্ষ মানুষকে আঘাত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যে দল বিভেদ এবং ঘৃণায় বিশ্বাস করে সেই দলের থেকে এর থেকে বেশি আর কিছু আশা করা যায় না বলেও মন্তব্য করেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

অমিত শাহের এই মন্তব্যকে ঘিরে সংসদে কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদরাও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ওব্রায়েন অমিত শাহের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিতে চলেছেন। পাশাপাশি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে বলেছেন " বি আর আম্বেদকরকে শাহের অপমান প্রমাণ করে দিয়েছে, বিজেপি এবং তাদের আদর্শ গত ভিত্তি আরএসএস তেরঙ্গা ও অশোক চক্রের বিরোধী"। বিরোধীদের এই বিক্ষোভকে 'সস্তার রাজনীতি' বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজেজু। তিনি অমিত শাহের মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন কংগ্রেস তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ কেটে প্রচার করছে। সেই সঙ্গে তারা আম্বেদকর কে অপমান করেছে।

গঙ্গা সাগর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ডিসেম্বর শেষের দিকে এবার এগিয়ে আসছে গঙ্গাসাগর স্নান। এই নিয়ে সব পক্ষকে নিয়ে নবান্নে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবছর গঙ্গাসাগর মেলা পড়েছে ৮ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি। পুণ্যস্নান ১৪ জানুয়ারি ৬টা ৫৮ মিনিট থেকে পরদিন সকাল ৬টা ৫৮ মিনিট পর্যন্ত। এদিন নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বার বার বলা সত্ত্বেও গঙ্গাসাগর জাতীয় মেলার তকমা পাচ্ছে না। আমাদের পুরো টাকা খরচ করতে হয়। তাও আবার চিঠি দেব।” একইসঙ্গে তিনি জানান, মুড়িগঙ্গার উপর সেতু করতে সার্ভে হয়ে ডিপিআর হয়ে গিয়েছে। চার লেনের এই সেতুর জন্য খরচ পড়বে দেড় হাজার কোটি টাকা। নাম হবে গঙ্গাসাগর সেতু। গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য পর্যাপ্ত বাস, লঞ্চ থাকবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানান। তিনি বলেন, ২ হাজার ২৫০টি সরকারি বাস চলবে। ২৫০টি বেসরকারি বাস থাকবে পুণ্যার্থীদের জন্য। এছাড়া ১০০টি লঞ্চ, ৯টি বার্জ ও ৩২টি ভেসেল থাকবে। ২১টি জেটি ব্যবহার করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। গঙ্গাসাগর মেলায় ১১ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি আরতি হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন। তাঁদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। গঙ্গাসাগর মেলায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। মমতা জানান, আশপাশের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ৩৫০টি শয্যা থাকবে। ১৩০ শয্যার ৫টি অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র থাকবে। সব মিলিয়ে আয়োজন প্রায় শেষের দিকে।

হরিপাল থানার উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

আজ হরিপাল থানার অন্তর্গত নালিকুল বটতলা থেকে সিনেমা তলা অবধি এক বর্ণাঢ্য রেলির মাধ্যমে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই রেলিতে হরিপাল থানার ওসি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে অন্যান্য পুলিশকর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। দুরন্ত গতিতে গাড়ি চালানো এবং হেলমেট বিহীন অবস্থায় গাড়ি চালানো যে বিপদ ডেকে আনতে পারে তা পথ চলতি মানুষকে পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতন করা হয়। এই দিনই হরিপাল থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে হারিয়ে যাওয়া কুড়িটি মোবাইল ফোন গ্রাহকদের হাতে ফেরত দেয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অগ্নিশ্বর চৌধুরী, হরিপাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নজরুল ইসলাম, তারকেশ্বরের সিআই প্রশান্ত চ্যাটার্জী সহ পুলিশ আধিকারিকরা।

ভারতের ওপর আবারও উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

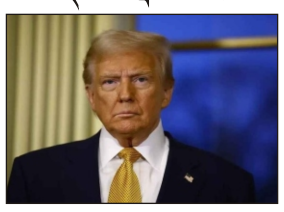

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করার হুমকি দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে ব্রাজিলের ওপরেও একই নীতি প্রয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

১৮ ডিসেম্বর ভারতীয় বার্তাসংস্থা পিটিআই এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার নিজের বাসভবন মার-এ লাগোতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এরপর ৪ পাতায়

প্রাক্তন মাওবাদীদের সঙ্গে দেখা করলেন শা, তবে লক্ষ্য টা কী ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দেশ থেকে মাওবাদী নির্মূল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেই আবহেই রবিবার প্রাক্তন মাওবাদী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন অমিত শা। তাঁদের জীবনের মূল স্রোতে ফেরার জন্য উৎসাহ দিলেন শা। সঙ্গে বার্তা দিলেন, ২০২৬ এর মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীদের চিহ্ন মুছে ফেলবে কেন্দ্র সরকার।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা চলতি বছর একাধিক জায়গায় দাবি করেছেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে উৎখাত হবে মাওবাদীরা। তবে কোনও মাওবাদী যদি চান আত্মসমর্পণ করবেন তাহলে তাঁদের চাকরির সংস্থান,

এরপর ৩ পাতায়

ব্যক্তিগত উদ্যোগে টাঙ্গনে নৌকাবিহার, শীতের মরশুমে উপভোগ করছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা

দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৯ ডিসেম্বর

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যবর্তী বুনিয়াদপুর শহরের বংশীহারী টাঙ্গন নদীতে এই শীতের মরশুমে জনসাধারণ থেকে শুরু করে ৮ থেকে ৮০ সকলকে শীতের আমেজে নদীতে ভারতের ভূস্বর্গ তথা কাশ্মীরের নৌকা বিহারের ন্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর শহরের টাঙ্গন নদীতে নৌকা বিহারের আনন্দ দিতে স্থানীয় বৃদ্ধ বীরেন রাজবংশীর (৭২) হাত ধরে বংশীহারীতে এই প্রথম নৌকা বিহার চালু হয়েছে। জীবিকা অর্জনের লড়াইয়ে বীরেনবাবুর এই উদ্যোগকে সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। বংশীহারীর টাঙ্গন সেতু এলাকা থেকে প্রতিদিন প্রায় দেড় কিলোমিটার নৌকা বিহারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। মাথাপিছু ৫০ টাকা করে নেওয়া হয় নৌকা ভ্রমণের যা উপভোগ দেয় নৌকায় থাকা যাত্রীদের নদীর দুই ধারে থাকা প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যের।এ'বছর স্বাধীনতা দিবস থেকে তিনি এই নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা শুরু করেছেন মাথাপিছু ৫০ টাকার বিনিময়ে। তিনি জানান, 'আমি আগে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাতাম। ছেলে মেয়ে তো কেউ

এরপর ৩ পাতায়

সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনায় বসছে চীন-ভারত: রিপোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনায় বসতে যাচ্ছে চীন ও ভারত। বুধবার বেইজিংয়ে বিশেষ এই প্রতিনিধি (এসআর) সংলাপে অংশ নেবেন চীনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ওয়াং ই ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ৩ হাজার ৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলএসি) শান্তি ও স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে এই বৈঠক হচ্ছে। দোভাল ও ওয়াং বৈঠকে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন। পূর্ব লাদাখ থেকে সেনা প্রত্যাহার ও বিতর্কিত এলাকাগুলোতে পুনর্বাসনের বিষয়েও আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি, স্থানীয় বাসিন্দাদের পশুপালন ও চারণ অধিকার নিয়ে সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টাও হতে পারে এই বৈঠকে।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এই বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ সমাধানের একটি রূপরেখা তৈরি হতে পারে। তবে, গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ থাকবে দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া বজায় রাখা ও পূর্ব লাদাখ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

কলকাতা ইনফোসিস ক্যাম্পাসের আজ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দিয়েছে।রাজ্যে পালাবদলের পর ২০১১ সালে ১৮ নভেম্বর নিউটাউনে প্রথম জমি পায় ইনফোসিস। ৭৫ কোটি টাকার বিনিময়ে ৫০ একর জমি পায় এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দশ মিনিটের দূরত্বে নিউটাউন ইকো পার্কের ৪ ও ৫ নম্বর গেটের উল্টোদিকে ২০০ একর জমির উপর বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। ২০১৮ সালের ১৩ অগাস্ট এই ভ্যালির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, প্রয়োজনে উইপ্রো, ইনফোসিসকে আরও জমি দেব, কিন্তু দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে কাজ শুরু করে ইনফোসিস।

১-ম পাতার পর

দায়িত্ব ছাড়ছেন নাড্ডা, কে হচ্ছেন বিজেপি'র নতুন সভাপতি?

হয়েছে রক্তক্ষয়ী লড়াই। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) রাত তিনটে থেকে শুরু হয়েছে সংঘর্ষ। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে। দুই ধর্মীয় গুরুর অনুরাগীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত তিন জন প্রাণ হারিয়েছেন।দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে নিমিষেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দান। রক্তে ভিজে যায় মাটি। পুলিশ ও সেনা সদস্যরা দুই পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ রুখতে ব্যর্থ হন। রক্তাক্ত অবস্থায় অনেককেই মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহতদের মধ্যে দুজন সাদ কান্ধলভির আনুসারী। অন্যজন জুবায়ারের অনুসারী। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গুরুতর জখম হয়েছেন আরও শতাধিক। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের। পরিস্থিতি সামলাতে আরও বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও সেনা সদস্যকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হচ্ছে।

টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা বা তাবলীগ জামাত আয়োজন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় ধর্মগুরু সাদ কান্ধলভির অনুরাগীদের সঙ্গে বাংলাদেশি ধর্মগুরু জুবায়ের আহমেদের অনুসারীদের মধ্যে লড়াই চলছে। এর আগে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল রাজধানী ঢাকা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত তিনটে নাগাদ সাদ কান্ধলভির অনুরাগীরা তুরাগ নদীর পশ্চিম তীর থেকে কামারপাড়া ব্রিজ-সহ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ইজতেমা ময়দানে ঢুকতে শুরু করেন। তাদের বাধা দেন জুবায়েরের অনুরাগীরা। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ইটবৃষ্টি। এর পরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একে অন্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ববিকে আপাতত সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠানে যেতে মানা করেছেন মমতা, যত কথা তত দোষ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলায় প্রবাদ রয়েছে, যত কথা তত দোষ! একটা ভুল ঢাকতে গিয়ে আর একটা ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে আপাতত সাত-দশ দিন কোনও সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে এমন কোনও অনুষ্ঠানে আপাতত যেতে বারণ করেছেন, যেখানে সংবাদমাধ্যমকে তাঁকে তাঁর মৌলবাদী মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। তাই এ ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না পুরমন্ত্রী ববি হাকিম। বড়দিনের আগে পরে এই সময়ে কলকাতায় অনেক মেলা ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। অধিকাংশ উৎসব আয়োজনের নেপথ্যে থাকেন শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা। কলকাতা বা সংলগ্ন শহর ও শহরতলিতে এসব অনুষ্ঠান উদ্বোধনের জন্য আকছার ফিরহাদ হাকিমকে আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু এবার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই এই মেলা বা উৎসবের উদ্বোধনে যাচ্ছেন না পুরমন্ত্রী। হাওড়া পুরসভা ২৩ ডিসেম্বর থেকে কার্নিভালের আয়োজন করেছে। সূত্রের খবর, সেজন্য হাওড়ার প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী পুরমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। তাঁকেও ফিরহাদ হাকিম অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে কলকাতার মহা নাগরিকের সঙ্গে বহুবার কথা বলার চেষ্টা করেছে দ্য ওয়াল। তবে ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গত শনিবার সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু প্রশ্নে যে সব কথা তিনি বলেছেন, তা নিয়ে আর কোনও মন্তব্য করবেন না। সংবাদমাধ্যমে কোনও প্রতিক্রিয়াও দেবেন না। সংবাদমাধ্যমে এ বিষয়ে মুখ না খুললেও এ ব্যাপারে দলের মধ্যে ববি হাকিম এক প্রকার কৈফিয়ত দিয়েছেন বলেই খবর। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ববি দলকে জানিয়েছেন, তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তিনি সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠার কথা সরল গণিতের অর্থে বোঝাতে চাননি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সংখ্যালঘু মুসলমানদের আর্থ সামাজিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ হল শিক্ষা। সে কারণেই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও বৈষম্য বা ফারাক তৈরি হচ্ছে। এই অন্ধকার তাই শিক্ষাই দূর করতে পারে। সংখ্যালঘুদের উচিত নিজেদের 'কাবিল' করে তোলা। এ জন্য মেহনত করা। আল্লাহর রহমত আর সংখ্যালঘুদের মেহনত থাকলে তাঁরাও সমাজে অগ্রসর হতে পারবেন।

বুধবার আবার ববি হাকিমের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম বলেছেন, বাবা উর্দু বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছেন। তবে ববির মেয়ের কথাটি অনেকের শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতই মনে হয়েছে। কারণ, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ফিরহাদ হাকিম যে কথা বলেছিলেন, তা উর্দুতে নয়। সে কথার বক্তব্য ছিল, স্পষ্ট ও সরাসরি। কলকাতার মহানাগরিক ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, "বাংলায় আমরা ৩৩ শতাংশ। কিন্তু গোটা ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করি না। এক দিন আমরাই সংখ্যাগুরুর চেয়েও সংখ্যাগুরু হব।"

কিন্তু এ কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে যারপরনাই চটেছেন তা তৃণমূলের বিবৃতিতেই স্পষ্ট কারণ। সেখানে শুধু মেয়রের মন্তব্যের নিন্দা করা হয়েছে তা নয়। সমাজের সম্প্রীতি নষ্টা করার চেষ্টা হলে কঠোর পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম দুটি দফতরের মন্ত্রী, কলকাতার মেয়র, কেএমডিএ-র চেয়ারম্যান। তাঁর উদ্দেশে কঠোর পদক্ষেপের কথা বলা মানে ব্যাপারটা মোটেও হাল্কা নয়। অনেকের মতে, দিদি যে কতটা রুষ্ট এতেই তার মাত্রা বোঝা যাচ্ছে। তাই আপাতত মুখ খোলা বারণ ববির।

২ পাতার পর

ভারতের ওপর আবারও উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

সেখানে তিনি বলেন, যদি কোনো দেশ আমাদের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রও সেই দেশের পণ্যের উপর চড়া হারে কর চাপাবে।

ভারত ও ব্রাজিলের প্রসঙ্গ তুলে ধরে ট্রাম্প বলেন, তারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমেরিকান পণ্যের ওপর ওপর অধিক কর চাপায়। অথচ এতদিন আমরা ওদের ওপর কোনো কর চাপাইনি।

তিনি বলেন, বাণিজ্যে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। ভারত যদি মার্কিন পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপায় তবে আমেরিকাও সেই পরিমাণ শুল্ক চাপাবে। ওরা আমাদের ওপর শুল্ক চাপাক তাতে সমস্যা নেই, কিন্তু আমরাও চাপাবো।

এর আগে, প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্পের হবু বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লাটনিক। তিনি বলেন, নতুন সরকারে পারস্পরিক সুবিধাদানের নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আপনারা আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবেন, আমাদের থেকেও তেমনই ব্যবহার পাবেন, এটাই আশা করা উচিত।

গত ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও এখনো প্রেসিডেনট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেননি তিনি। আগামী ২০ জানুয়ারি তিনি শপথ নেবেন। তার আগেই তিনি ভারত ও ব্রাজিলকে হুমকি দিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে চিন্ময়ের আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বিজেপি নেতাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা করেছেন মোদির বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতা। রবীন্দ্র ঘোষ বর্তমানে চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে আত্মীয়দের বাড়িতে রয়েছেন।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় আটক চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী হিসেবে কাজ করার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজনৈতিকভাবেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে অতিরঞ্জিত খবর ছড়াচ্ছে ভারতীয় মিডিয়া।

এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র ঘোষের বিজেপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ উদ্বেগজনক। সাক্ষাতের এ খবর দিয়ে দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইন বলছে, বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচের সভাপতি এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। যিনি চিন্ময়ের আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন। এ সপ্তাহের সোমবার ব্যারাকপুরে পৌঁছান রবীন্দ্র ঘোষ। গণমাধ্যমটি বলছে সেখানে তিনি এআইআইএমএস-কল্যাণী হাসপাতালে গিয়েছেন। তবে ভারতে রবীন্দ্র ঘোষের উপস্থিতির কথা জানতে পেরেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এবং কৌস্তভ বাগচী।

তাদের সঙ্গে সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চিন্ময়ের পক্ষে লড়াইয়ে সংহতি প্রকাশ করেছে বিজেপির নেতারা। তবে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ হচ্ছে, গেরুয়া শিবির ২০২৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বাংলাদেশ কার্ড খেলছে। ঘোষের সঙ্গে কথোপকথনের বিষয়ে জানতে চাইলে বিজেপি নেতা বাগচী বলেন, চিন্ময়ের পক্ষে কথা বলার জন্য চট্টগ্রাম আদালতের ভেতরে এবং বাইরে উভয় স্থানেই আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ তার মুক্তির দাবিতে অটল ছিলেন। রবীন্দ্র ঘোষের পাশে দাঁড়াতে পারা ভাগ্যের বিষয় বলেও জানিয়েছেন বাগচী। বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা এবং ব্যারাকপুরের সাবেক এমপি অর্জুন সিং ঘোষের দৃঢ়তার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুদের অধিকারের জন্য মাথা উঁচু রেখে লড়াই করার জন্য আমি তাকে স্যালুট জানাই।' এছাড়া চিন্ময়ের আইনজীবীর সঙ্গে প্রায় আধাঘন্টা কথা বলেছেন সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ। তবে এই সাক্ষাতের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কলকাতার একজন প্রবীণ তৃণমূল নেতা। তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে সুযোগসন্ধানির অভিযোগ করেছেন। গণমাধ্যমকে ঘোষ জানিয়েছেন তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী। চিকিৎসার জন্যই সেখানে গিয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। ঘোষ বলেছেন, ন্যায়বিচারের দিকেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

২ পাতার পর

ব্যক্তিগত উদ্যোগে টাঙ্গনে নৌকাবিহার, শীতের মরশুমে উপভোগ করছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা

দেখেনা তাই এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় কাজ করতে পারি না। সেজন্য বার্ধক্য ভাতার কিছু টাকা জমিয়ে অন্যের কাছ থেকে ধার করে প্রায় ৮০ হাজার টাকা জোগাড় করি। তা দিয়েই এই যন্ত্রচালিত নৌকা বানিয়েছি। এই কাজ করে স্বামী-স্ত্রীর পেটের ভাত জোগাড় হচ্ছে।' তবে এখন শীতের সময় শীতকালে বনভোজনের উদ্দেশ্যে সকলেই বিভিন্ন জায়গায় পিকনিক করতে যায়। আর সেদিক থেকে বংশীহারির টাঙ্গন নদীতে এই নৌকা বিহার ভ্রমণের আনন্দ নিতে সকলেই ভিড় জমাচ্ছেন। ঠিক সেই কারণেই বৃদ্ধ তথা নৌকা চালক বীরেন রাজবংশীর লক্ষীর ভার পূর্ণ হচ্ছে, আর তা দেখে মুখে হাসি ফুটেছে বীরেন বাবুর। শীতের মরশুমে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন পিকনিকের স্পটের মনোরম পরিবেশ উপভোগ করার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর টাঙ্গন নদীতে কাশ্মীরের নৌকা বিহারের ন্যায় আনন্দ নিতে জেলা সহ বুনিয়াদপুরের আবালবৃদ্ধবণিতা এই শীতের মরশুমে নৌকা বিহারের ভ্রমণ যারপরনায় উপভোগ করছে তা বলায় বাহুল্য।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩৪১ সংখ্যা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০৩ পৌষ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

শক্তি, সড়ক, রেল ও জল সংক্রান্ত ৪৬,৩০০ কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থান সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজস্থানের জয়পুরে এক বর্ষ-পরিণাম উৎকর্ষ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজস্থান সরকার এবং রাজস্থানের মানুষকে অভিনন্দন জানান। রাজস্থানের উন্নয়নকে এক নতুন গতি ও দিশা দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভাকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই প্রথম বছরটি আগামী বছরগুলির উন্নয়ন যাত্রার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সম্প্রতি 'রাইজিং রাজস্থান সামিট, ২০২৪' শীর্ষক অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব থেকে বিনিয়োগকারীরা রাজস্থানে বিনিয়োগের আগ্রহ নিয়ে ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাজস্থানে আজ ৪৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের জল সমস্যার সমাধান করবে এবং একে দেশের সবথেকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, এমন রাজ্যগুলির অন্যতম করে তুলবে। এর ফলে আরও বেশি বিনিয়োগকারী আসবেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং কৃষক, মহিলা ও যুব সম্প্রদায় উপকৃত হবেন। শ্রী মোদী বলেন, কেন্দ্র এবং এই রাজ্যের সরকার আজ সুশাসনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যে সঙ্কল্প নেয়, তা পূরণ করে। মানুষ আজ তাঁর দলকেও সুশাসনের সঙ্গে একাকার করে দেখে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, সেজন্যই এতগুলি রাজ্যে মানুষ তাঁর দলকে সমর্থন করছে। টানা তিনবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার জন্য ভারতের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৬০ বছরে এমন নজির আর নেই। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তিনি এই দুই রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানান। রাজস্থানের পূর্বতন সরকারগুলিকে তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াতের আমলে রাজ্যে উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সুশাসনের ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শ্রী ভজনলাল শর্মার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এই সুশাসনকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে বলে তিনি জানান। গত এক বছরে রাজ্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিতে যে গতিতে কাজ হয়েছে, তা তারই প্রমাণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। শ্রী মোদী বলেন, দরিদ্র পরিবার, মহিলা, শ্রমিক, বিশ্বকর্মা এবং উপজাতিদের উন্নয়নে বহু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগের সরকারের আমলে প্রশ্নপত্র ফাঁস, চাকরিতে দুর্নীতির মতো যেসব ঘটনা ঘটত তা নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের যুব সমাজ অনেক ক্ষতি স্বীকার করেছে। বর্তমান সরকার তাদের স্বার্থে কাজ করছে। গত এক বছরে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে চাকরির পরীক্ষা ও নিয়োগ হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন আগের সরকারের আমলে রাজস্থানের মানুষকে পেট্রোল ও ডিজেলের জন্য অন্য রাজ্যের থেকে বেশি টাকা দিতে হত। বর্তমান সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমিয়ে মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার আওতায় রাজস্থানের কৃষকরা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাচ্ছেন। রাজস্থান সরকারও কৃষকদের সাহায্য করতে অতিরিক্ত টাকা দিচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি দ্রুত পূরণ করছে, দ্রুততার সঙ্গে পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আজকের কর্মসূচি সেই অঙ্গীকারেরই অঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানের মানুষের আশীর্বাদে তাঁর সরকার ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে। এই ১০ বছর ধরে সাধারণ মানুষের কষ্ট দূর করতে এবং তাঁদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার সর্বতো প্রয়াস চালিয়েছে। স্বাধীনতার পর পূর্বতন সরকারগুলি ৫০-৬০ বছর ধরে যা করতে পারেনি, তাঁর সরকার ১০ বছরে তা করে ফেলেছে। রাজস্থানে জলের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এখানে বহু জায়গায় খরার প্রকোপ দেখা যায়, অথচ অন্যান্য জায়গায় নদীর জল অব্যবহৃত অবস্থায় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এজন্যই নদী সংযুক্তিকরণের ভাবনা ভেবেছিলেন এবং সেজন্য একটি বিশেষ কমিটি গড়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল, নদীর উদ্বৃত্ত জল খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে পাঠানো। এতে একদিকে যেমন বন্যার সমস্যা দূর হবে, তেমনই খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে জল পৌঁছবে। সুপ্রিম কোর্টও এই ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু, আগের সরকারগুলি জল সমস্যার সমাধানের কোনো সদিচ্ছা দেখায়নি, উলটে রাজ্যগুলির মধ্যে জল নিয়ে বিবাদকে আরও মদত দিয়েছে। এই নীতির জন্য রাজস্থানকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। বিশেষত, মহিলা ও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও নর্মদা নদীর জলকে গুজরাট ও রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসকে ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত ও যশবন্ত সিং-এর মতো নেতারা সমর্থন জানিয়েছিলেন। জালোর, বারমেঢ়, চুরু, ঝুনঝুনু, যোধপুর, নাগপুর এবং হনুমানগড়ের মতো এলাকায় এখন নর্মদার জল পৌঁছে যাওয়ায় শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেন। পূর্ব রাজস্থান খাল প্রকল্প (ইআরসিপি) রূপায়ণে বিলম্বের উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সরকার সহযোগিতা ও সমাধানের মাধ্যমে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তিতে বিশ্বাসী। এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিধি আরও প্রসারিত করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে তাঁদের সরকার ক্ষমতায় আসা মাত্র পার্বতী-কালীসিন্ধ-চম্বল সংযুক্তিকরণ প্রকল্প নিয়ে চুক্তি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর ফলে চম্বল নদী এবং পার্বতী, কালীসিন্ধ, কুনো, বানস, রূপারেল, গম্ভীরি ও মেজ সহ শাখা নদীগুলির মধ্যে সংযুক্তিকরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি এমন এক দিনের স্বপ্ন দেখেন, যখন রাজস্থানে জলের আর কোনো অভাব থাকবে না এবং উন্নয়নের জন্য জলের অভাব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পার্বতী-কালীসিন্ধ-চম্বল সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের ফলে রাজস্থানের ২১টি জেলায় জলসেচ ও পানীয় জল পৌঁছবে এবং রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ- দুটি রাজ্যেরই উন্নয়নে গতি আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ইসারদা সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস আজ করা হয়েছে বলে জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, তাজেওয়ালা থেকে শেখাওয়াতি পর্যন্ত জল নিয়ে আসার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এতে হরিয়ানা এবং রাজস্থান দুটি রাজ্যেরই সুবিধা হবে। খুব শীঘ্রই রাজস্থানের প্রতিটি পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছে যাবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই স্বনির্ভর গোষ্ঠী আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। দেশজুড়ে আজ ১০ কোটিরও বেশি মহিলা এইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে রাজস্থানেরও লক্ষ লক্ষ মহিলা রয়েছেন। এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগাযোগ স্থাপন করে, এদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করে এবং আর্থিক সাহায্য বাবদ প্রায় ৮ কোটি টাকা দিয়ে সরকার এদের শক্তিশালী করতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যেসব পণ্য তৈরি করে, সেগুলির জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং তাদের জন্য নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করে সরকার এদের গ্রামীণ অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য শক্তি করে তুলতে চায় বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, সরকার এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে। ১ কোটি ২৫ লক্ষ মহিলা ইতোমধ্যেই 'লাখপতি দিদি' হয়ে গেছেন। তাঁরা বার্ষিক ১ লক্ষ টাকারও বেশি উপার্জন করছেন। প্রধানমন্ত্রী 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেন, এর আওতায় হাজার হাজার মহিলাকে ড্রোন পাইলট হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। হাজার হাজার গোষ্ঠীকে ইতোমধ্যেই ড্রোন দেওয়া হয়েছে। মহিলারা কৃষিকাজে সেগুলি ব্যবহার করে উপার্জন করছেন। রাজস্থান সরকারও এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বতো প্রয়াস চালাচ্ছে। মহিলাদের জন্য সম্প্রতি চালু হওয়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প, 'বিমা সখি'র উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পে গ্রামের মহিলাদের বিমা সংক্রান্ত কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে তাঁরা যেমন দেশের সেবা করতে পারবেন, তেমনই উপার্জনও করবেন। 'ব্যাঙ্ক সখি' প্রকল্পের অসাধারণ সাফল্যের উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এঁদের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গেছে। এঁরা মানুষকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে সাহায্য করেছেন। 'বিমা সখি'ও একইভাবে দেশের প্রতিটি পরিবারকে বিমা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের সরকার সব সময়েই গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। উন্নত ভারত গঠনের জন্য এটি অপরিহার্য।" তিনি বলেন, রাজস্থান সরকার সম্প্রতি বিদ্যুৎক্ষেত্রে বেশ কিছু চুক্তি করেছে। এতে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। দিনের বেলা কৃষকদের বিদ্যুৎ দেওয়ার যে পরিকল্পনা রাজস্থান সরকার নিয়েছে, তাতে কৃষকরা রাতের বেলা জলসেচ করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবেন বলে প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন। শ্রী মোদী বলেন, সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে রাজস্থানের সম্ভাবনা অপরিসীম। রাজস্থান এক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় রাজ্য হয়ে উঠতে পারে। সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের খরচ যাতে শূন্যে নামিয়ে আনা যায়, সেজন্য সরকার সৌরবিদ্যুৎকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। 'পিএম সূর্য ঘর মুফ' বিজলী যোজনা'র উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর আওতায় বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য ৭৮ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এর থেকে পরিবারগুলি যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, তা তাদের নিজেদের ব্যবহারে লাগবে। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সরকার কিনে নেবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, ১ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি পরিবার এ পর্যন্ত এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছে। প্রায় ৭ লক্ষ বাড়িতে ইতোমধ্যেই সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে। রাজস্থানের ২০ হাজার বাড়ি এর মধ্যে রয়েছে। এই পরিবারগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। তাঁরা বিদ্যুতের বিলে সাশ্রয়ের সুবিধা ভোগ করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু বাড়ির ছাদেই নয়, সরকার কৃষিক্ষেত্রে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য সহায়তা দিচ্ছে। 'পিএম কুসুম' প্রকল্পে রাজস্থান সরকার আগামীদিনে কয়েকশ' নতুন সৌর প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি কৃষক যখন বিদ্যুৎ উৎপাদক হয়ে উঠবে, তখন বিদ্যুৎ থেকে আয়ের সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি পাবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। শ্রী মোদী বলেন, সড়ক, রেল ও বিমান সংযোগের ক্ষেত্রে তাঁরা রাজস্থানকে দেশের সবথেকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকারী করে তুলতে চান। দিল্লি, ভদোদরা ও মুম্বাইয়ের মতো বড় শিল্পকেন্দ্রগুলির মাঝে থাকায় রাজস্থানের মানুষ এবং এখানকার যুব সম্প্রদায়ের সামনে অফুরান সুযোগ রয়েছে। এই তিনটি শহরের সঙ্গে রাজস্থানের সংযোগসাধন করতে নতুন এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে তিনি জানান। এছাড়া, মেজ নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। এতে সোয়াই মাধোপুর, বুন্দি, টঙ্ক ও কোটার মতো জেলার মানুষজন উপকৃত হবেন। এখানকার কৃষকরা সহজেই দিল্লি, মুম্বাই ও ভদোদরার বাজারে তাঁদের ফসল বিক্রি করতে পারবেন। এর ফলে, পর্যটকরাও সহজে জয়পুর ও রনথম্বোর ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পে যেতে পারবেন। মানুষের সময় যাতে বাঁচে এবং তাঁদের যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য আসে, তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জামনগর-অমৃতসর অর্থনৈতিক করিডর দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে রাজস্থান ও বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের মধ্যেও সরাসরি সংযোগ গড়ে উঠবে। এর ফলে, উত্তর ভারতের শিল্পগুলি কান্দলা ও মুন্দ্রা বন্দরের সুবিধা ভোগ করবে। রাজস্থানের পরিবহণ ক্ষেত্র এর ফলে উপকৃত হবে। বড় বড় গুদামঘর গড়ে ওঠায় যুব সমাজের সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জয়পুর, পালি, বারমেঢ়, জয়সলমীর, নাগপুর এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে যোধপুর রিং রোড। এর ফলে শহরে যানজটের সমস্যা দূর হবে এবং যেসব পর্যটক ও ব্যবসায়ী যোধপুরে যাবেন, তাঁদের সুবিধা হবে। জল সংরক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলের প্রতিটি বিন্দু বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা সরকার এবং সমাজ উভয়েরই দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে ক্ষুদ্র জলসেচ, বিন্দু জলসেচ এবং অমৃত সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। জল ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনা গড়ে তুলতে বলেন। প্রাকৃতিক কৃষিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার কথা বলেন তিনি। বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক পেড় মা কে নাম প্রকল্পের উল্লেখ করেন। সৌরশক্তির ব্যবহার এবং পিএম সূর্য ঘর প্রকল্প নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার অনুরোধ জানান তিনি। তিনি বলেন, মানুষ যখনই দেখেন কোনো প্রচারের পেছনে সঠিক উদ্দেশ্য ও নীতি রয়েছে, তখন তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেই অভিযানে যোগ দেন। স্বচ্ছ ভারত, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর মতো প্রচারাভিযানগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও একইরকম সাফল্য পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানে যেসব পরিকাঠামো প্রকল্প গড়ে উঠছে, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার সুবিধা ভোগ করবে। এগুলির মাধ্যমে এক উন্নত রাজস্থান গড়ে উঠবে, যা ভারতের উন্নয়নেও গতি যোগাবে। আগামীদিনে কেন্দ্র ও রাজ্য আরও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করবে। রাজস্থানের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বতো সহায়তা করবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন।

রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রী হরিভাও কিষাণরাও বাগাড়ে, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী শ্রী সি আর পাতিল, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজনলাল শর্মা, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছাব্বিশতম পর্ব)

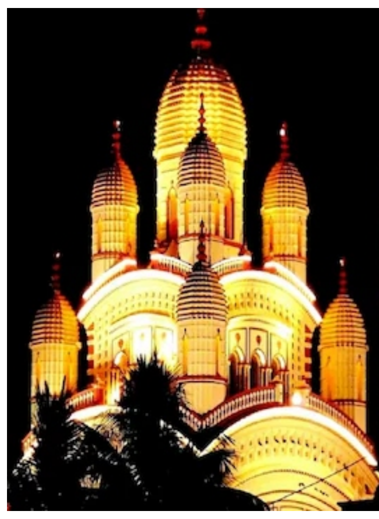

বদনমণ্ডল ক্রোধোদ্‌ভাসিত, অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার পিঙ্গল কেশরাজি মস্তকের উপর উত্থিত হয়। তিনি অষ্টমুখা ও ষোড়শভুজা। আটটি দক্ষিণ হস্তে খট্বাঙ্গ, উৎপল, বাণ, বজ্র, অঙ্কুশ, মুদ্গার, কর্ত্রি এবং অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। আটটি বাম হস্তে পাশযুক্ত তর্জনী, কপাল, ধনু, খট্বাঙ্গ, বজ্র, পাশ, ব্রহ্মমুণ্ড এবং রত্নপূরিত ঘট ধারণ করিয়া থাকেন। দেবী প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া বাম পদে ইন্দ্রকে এবং দক্ষিণ পদ দ্বারা উপেন্দ্রকে দলিত করেন এবং দুই পদের মধ্যে রুদ্র, ব্রহ্মা ও অপরাপর মারগণকে নিষ্পেষিত করিয়া থাকেন। ইঁহার মূর্তি অতীব দুষ্প্রাপ্য" (বিনয়তোষ ৫৯-৬০)।

প্রসন্ন তারা, বিনয়তোষের বই থেকে অমোঘসিদ্ধি-কুলের (সবুজ বর্ণ) কয়েকজন মাতৃকা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকা উচিত। মহা শ্রীতারার চারজন আবরণ দেবতা আছেনঃ একজটা, আর্য জাঙ্গুলী (বামে) এবং অশোককান্তা ও মহামায়ূরী (ডানদিকে)। এর মধ্যে একজটা অক্ষোভ্যকুলের একজন পূর্ণ মাতৃকা হলেও তিনি এখানে আবরণ মাতৃকা, এবং এখানে তাঁর বর্ণনা এইভাবে হয়ঃ "একজটা অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্ট, নীলবর্ণ, দুই হস্তে কর্ত্রি ও কপালধারী। তিনি ভীষণদর্শনা ক্রোধ মূর্তি" (বিনয়তোষ ৬২)।

সৌম্য অথচ নরবাহনা, এরকম ছিলেন অমোঘসিদ্ধিকুলের ধনদ-তারা (বিনয়তোষ ৬৩)। কাজেই সৌম্যমূর্তি কালীকল্পনা চৈতন্য নিত্যানন্দের আন্দোলনের প্রভাবের পুর্বে ঘটে থাকার ক্ষেত্রে কোনও তাত্ত্বিক বাধা নেই, তবে তার পূর্বে থাকার কোনও নথিবদ্ধ প্রমাণও নেই।

অমোঘসিদ্ধি-কুল মাতৃকা প্রধান, এক বজ্রামৃত হলেন এই কুলে পুরুষ দেবতা, বাকিরা সবাই নারী দেবতা। এর মধ্যে বজ্রশৃঙ্খলার বর্ণনা দেখলে মনে হয় যে সৌম্যদর্শনা অথচ নরকপালধারী একজন মাতৃকার কল্পনা পালযুগেও ছিল কাজেই দক্ষিণাকালী কেবলমাত্র গৌড়ীয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দরিদ্র জনগণকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়াই আমাদের সব থেকে বড় লক্ষ্য এবং সংকল্প: প্রধানমন্ত্রী

দ্বিতীয় পর্ব

করতে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের জনসাধারণের কাছে সংবিধান অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই সংবিধান একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের পথকে প্রশস্ত করেছে। স্বাধীনতার বহু বছর পরেও দেশের অনেক পরিবার শৌচালয় ব্যবহার করতে পারেন নি। দরিদ্র মানুষদের স্বপ্ন পূরণ করতে তাঁর সরকার এক নতুন অভিযান শুরু করে। এর জন্য উপহাসের শিকার হয়েছেন তারা। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ দরিদ্র মানুষের প্রতি অবিচার বন্ধ করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংবিধান প্রত্যেকের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করলেও দেশের বহু মানুষ আজও বিশুদ্ধ পানীয় থেকে বঞ্চিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বিপুল অংশের মানুষ এখনও দারিদ্রের কারণে উন্নয়নের স্বাদ পাননি। এর ফলে নানা অসন্তোষ দেখা গিয়েছে। একারণে তাঁর সরকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া শ্রেণীর মানুষের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এই প্রথম এমন এক সংশোধন কার্যকর করা হয়েছে যার বিরোধিতা কেউ করেননি। সংবিধানের সামাজিক ঐক্যের ভাবনার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এটি সম্ভব হয়েছে। শ্রী মোদী জানান, কিভাবে সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে তাঁরা নারীর ক্ষমতায়নের দিকটিকে নিশ্চিত করেছেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতে যেসব দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা জটিল অসুখে অক্রান্ত হতেন তাঁরা সেই সময় বিভিন্ন ভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতেন। এঁদের কথা বিবেচনা করে সরকার আয়ুষ্মান ভারতের সূচনা করেছেন। ৫০ থেকে ৬০ কোটি মানুষ যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করতেই এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজের যেকোনো শ্রেণীর প্রবীণ নাগরিক, যাঁদের বয়স ৭০-এর বেশি তাঁরা সকলেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। দেশের ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাঁরা দারিদ্রের সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরাই এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। আর তাই তাঁর সরকার বিনামূল্যে বহু মানুষকে রেশন দিচ্ছেন। অতীতে দরিদ্রদের জন্য শুধুমাত্র শ্লোগান তৈরি করা হতো। দরিদ্র মানুষের কথা বিবেচনা করে ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করা হয়। অথচ ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৫০ কোটি নাগরিক ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকতে পারেন নি। তাঁর সরকার দরিদ্র নাগরিকদের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অতীতে এক প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, দিল্লি থেকে কোনো দরিদ্র মানুষের জন্য এক টাকা বরাদ্দ করা হলে তাঁর কাছে মাত্র ১৫ পয়সা পৌঁছায়। কিন্তু তাঁর সরকারের উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের জন্য নির্ধারিত অর্থর পুরোটাই ওই দরিদ্র মানুষের কাছে আজ পৌঁছাচ্ছে। গরিবী হঠাও-এর মতো শ্লোগান গরিব মানুষের উপকারে আসেনি। ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষদের কথা বিবেচনা করে তাঁর সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। ট্রেনে যাতে দিব্যাঙ্গরা হুইল চেয়ার নিয়ে উঠতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশজুড়ে অভিন্ন সাইন ল্যাঙ্গুলেজ চালু করার ফলে ভিন্নভাবে সক্ষমরা আজ উপকৃত। শ্রী মোদী বলেন, অতীতের কোনো সরকার যাযাবর শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে কোনো প্রকল্প কার্যকর করেনি। তাঁর সরকার সংবিধানের আওতায় এঁদের জন্য এক কল্যাণ পর্ষদ গঠন করেছে। রাস্তার হকারদের মূলধন যোগানোর জন্য পিএম স্বনিধি প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। দেশের হস্ত শিল্পীদের কথা বিবেচনা করে পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বংশপরম্পরায় আমাদের যে সব হস্তশিল্পী নানা ধরণের শিল্পকর্মে যুক্ত ছিলেন তাঁদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছাড়াও অত্যধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সহযোগিতার সংস্থান রাখা হয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অধিকারের কথা বিবেচনা করে সংবিধানে প্রয়োজনীয় আইন কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে, এই শ্রেণীর নাগরিকরাও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে শ্রী মোদী অম্বাজির উমারগ্রামের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানতে পারেন আদিবাসী অধ্যুষিত ওই অঞ্চলে কোনো স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। ফলে সংশ্লিষ্ট জনজাতির কেউই চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ পান না। তাঁদের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী ওই অঞ্চলের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান শাখার পাঠক্রমের সূচনা করেন। রাষ্ট্রপতির পরামর্শক্রমে পিএম জনধন যোজনায় সমাজের পিছিয়েপড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষরা অতীতে নানা ধরণের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির শিকার হতেন। এইসব মানুষদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেছেন। গত ৬০ বছরে দেশের ১০০টি জেলাকে পিছিয়ে পড়া জেলার তকমা দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় ওই জেলাগুলিতে সেই সমস্ত আধিকারিকদের পাঠানো হয়, যাঁরা সেখানে গিয়ে কাজ করাটিকে আকর্ষণীয় বলে একদমই মনে করতেন না। কিন্তু তাঁর সরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার ধারণা নিয়ে আসায় অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই জেলাগুলি এখন ৪০টি বিষয়ের ভিত্তিতে নজরদারির আওতায় এসেছে। আজ উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলি জাতীয় মানের বিচারে ভালো এক স্থানে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে ৫০০টি ব্লককে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের কাজ চলছে। রাম ও কৃষ্ণের সময়েও দেশে জনজাতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। অথচ স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও তাদের জন্য আলাদা কোনো মন্ত্রক তৈরি করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী জানান, অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারই প্রথম আদিবাসী বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গড়ে তুলেছিল। তাদের উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে শ্রী মোদী বলেন, প্রথমবারের মতো তাদের সরকার একটি মৎস্যজীবীদের জন্য পৃথক মৎস্য মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে এবং তাদের কল্যাণের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, সমবায়ের ধারণা তাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্ষুদ্র কৃষকদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সমবায় খাতকে দায়িত্বশীল, শক্তিশালী করে ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রণালয় তৈরি করা হয়েছে। একটি দক্ষ কর্মীবাহিনীর গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, বিশ্বজুড়ে আজ একটি দক্ষ কর্মীবাহিনীর চাহিদা রয়েছে। আমরা যদি দেশের বিপুল জনসংখ্যার সুবিধা পেতে চাই, তাহলে আমাদের এই কর্মশক্তিকে দক্ষ হতে হবে। দেশের তরুণরা যাতে বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সেজন্য আলাদা একটি দক্ষতা মন্ত্রণালয় তৈরি করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কম ভোট বা আসনের কারণে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অবহেলা করা হয়েছে। অটল বিহারীজির সরকারই প্রথমবারের মতো উত্তর-পূর্বের কল্যাণে পৃথক মন্ত্রক তৈরি করেছিল। এর সুফল হিসেবে ওয়ি অঞ্চলে রেল, রাস্তা, বন্দর, বিমানবন্দর তৈরির জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতে উন্নয়ন গতি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ডের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। জমির মালিকানা দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে গ্রামের প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছে তার বাড়ির, জমির নথি, বাড়ির মালিকানার কাগজপত্র থাকে। এর ফলে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যাবে এবং ওই সম্পত্তির অবৈধ দখলের ভয় নেই। শ্রী মোদী বলেন, এই সমস্ত কাজের জন্য , গত ১০ বছরে দরিদ্র মানুষরা নতুনভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। আমরা সংবিধান মেনে কাজ করছি বলেই এসব সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, নিছক একটি স্লোগান নয়, এটি আমাদের বিশ্বাসের এক জায়গা। তাই আমরা বৈষম্য ছাড়াই সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। ১০০% সুবিধাভোগী যাতে পুরো সুবিধা পান সেজন্য সরকার প্রকল্পগুলি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। দেশে যদি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা থাকে , যদি সত্যিকারের সামাজিক ন্যায়বিচার থাকে তবে সরকারি প্রকল্পের সব সুযোগ প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছাবে। যারা এই প্রকল্পগুলি পাওয়ার অধিকারী তাদের কোনো বৈষম্য ছাড়াই পুরো সুবিধা দেওয়া উচিত। এটাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা ও আসল সামাজিক ন্যায়বিচার। দেশকে যথাযথভাবে পথ দেখানোর মাধ্যম হিসেবে সংবিধানের চেতনার কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের চালিকাশক্তি হিসেবে কেন্দ্রে রয়েছে রাজনীতি । আগামী দশকে আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের রাজনীতির দিকনির্দেশনা কী হবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। শ্রী মোদী কিছু দলকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতার বোধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। তারা কখনও এটি নিয়ে ভাবেন কি না । সমস্ত দলের জন্যই এগুলি প্রযোজ্য। এগুলোই তার মনের

ক্রমশঃ

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

১) প্রকৃতি ,২) বিকৃতি , ৩) বিদ্যা, ৪) সর্বভূতহিতপ্রদা, ৫) শ্রদ্ধা , ৬) বিভূতি, ৭) সুরভি, ৮) পরমাত্মিকা , ৯) জয়প্রদা , ১০) পদ্মালয়া , ১১) পদ্মা ,১২) শুচী,১৩) স্বাহা, ১৪) স্বাধা,১৫) সুধা,১৬) ধন্যা , ১৭) হিরন্ময়ী, ১৮) লক্ষ্মী , ১৯) নিত্যাপুষ্টা, ২০) বিভা, ২১) অদিত্যা, ২২) দিত্যা, ২৩) দীপা, ২৪) বসুধা, ২৫) ক্ষীরোদা, ২৬) কমলাসম্ভবা, ২৭) কান্তা, ২৮) কামাক্ষী, ২৯) ক্ষীরোদসম্ভবা , ৩০) অনুগ্রহপ্রদা, ৩১) ঐশ্বর্য্য, ৩২) অনঘা,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর cinema TV

আল্লু জামিন পেতেই 'বিস্ফোরক' কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আল্লু অর্জুনকে। সম্প্রতি দেশটির হায়দরাবাদের সন্ধ্যা প্রেক্ষাগৃহে 'পুষ্পা ২: দ্য রুল'-এর প্রিমিয়ারে উপচে পড়েছিল মানুষের ঢল। সেখানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক নারীর। ওই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয় আল্লুর বিরুদ্ধে। এরপর শুক্রবার গ্রেফতার করা হয় তাকে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লুকে অন্তর্বর্তী জামিন দেন তেলঙ্গানা হাইকোর্ট। এবার এ ঘটনায় মুখ খুললেন বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত।

কঙ্গনার মতে, যা ঘটেছে তা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু এই ঘটনায় প্রত্যেকেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে। সাংসদ অভিনেত্রী বলেছেন, "খুব দুঃখজনক ঘটনা। আমি নিজে আল্লু অর্জুনের বড় সমর্থক। কিন্তু এটাও বলব, কিছু ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টান্ত তৈরি করা উচিত। তিনি জামিন পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু উচ্চ স্তরের মানুষ বলেই কোনও ফলাফল ভোগ করতে হবে না, এমন যেন না হয়। মানুষের জীবনের কিন্তু দাম দেওয়া যায় না।"

সমাজে যাদের প্রভাব রয়েছে, তাদের চলার পথে আরও সতর্ক থাকা উচিত বলে মনে করেন কঙ্গনা। ধূমপানের বিজ্ঞাপন হোক বা প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়া ভিড়ের ঘটনা, কোনওভাবেই কেউ দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না বলে তার মত। কঙ্গনার কথায়, "প্রেক্ষাগৃহে তারা উপস্থিত ছিলেন। তাই প্রত্যেকেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে।"

আল্লুকে শুক্রবার সকালে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। আল্লু-সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। শুক্রবার অভিনেতার পাশাপাশি আরও দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে রয়েছেন- সন্ধ্যা থিয়েটারের কর্ণধারও। বাকি অভিযুক্তদেরও অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছেন তেলঙ্গানা হাইকোর্ট।

কীভাবে সব দোষ একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো : রাশমিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

১৩ ডিসেম্বর সকালে আল্লু অর্জুনের বাড়িতে পুলিশি হানা হয় এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। সারা দিন আদালতে দড়ি টানাটানি চলার পর অবশেষে অভিনেতা অন্তর্বর্তী জামিন পান। অনেকেরই কৌতূহল ছিল, এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো আল্লুর সঙ্গে, অথচ পর্দার শ্রীবল্লী, অর্থাৎ পুষ্পা ছবির অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা চুপ কেন? অবশেষে মুখ খুলেছেন তিনি।

রশ্মিকা তার ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করে লেখেন, 'এসব কী দেখছি আমি! যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। যে ঘটনা সে দিন ঘটেছিল তা সত্যিই বেদনাদায়ক। যদিও এটা দেখে খারাপ লাগছে কীভাবে সব দোষ একটা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। দুটি ঘটনায় আমি মর্মাহত।'

গত ৪ ডিসেম্বর ভারতের হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে 'পুষ্পা টু'-এর প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছিল। সে ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের করেছিল হায়দরাবাদ পুলিশ। ফলে, আল্লু অর্জুনকে শুক্রবার(১৩ ডিসেম্বর) সকালে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। আল্লুসহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ করা হয়।

শুক্রবার অভিনেতার পাশাপাশি আরও দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে রয়েছেন সন্ধ্যা থিয়েটারের কর্ণধারও। বাকি অভিযুক্তদেরও অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

শেষ দিনে প্রিয়াঙ্কা এলেন সিলভার গাউনে, চমকে দিলেন জনি ডেপ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

এবারের রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শুরু থেকেই ছিল নারী শক্তির প্রতি বাড়তি ফোকাস। উৎসবের দ্বিতীয় দিনটি ছিল নারীদের জন্য। ওই দিনটির জন্য 'উইমেন ইন সিনেমা'

নামেও ছিল একটি বিশেষ পর্ব। দিনটিতে ফেস্টিভ্যালে আলো ছড়িয়েছেন মার্কিন অভিনেত্রী শ্যারন স্টোনের মতো তারকারা। এ ছাড়াও হাজির ছিলেন জ্যাসিকা আলভা, জুলিয়ান আলেকজান্দ্রা, ফরাসি অভিনেত্রী মেলানি লরেন্ট, বলিউডের কারিনা কাপুর, মিশরীয় মডেল তারা ইমাদ, সৌদি অভিনেত্রী ইদা আল কুসায়সহ আরও অনেকে। ফলে উৎসবের শেষ দিন পর্যন্ত নারী তারকাদের ঝলমলে উপস্থিতি চোখে পড়েছে সুক থেকে জেদ্দা কালচারাল স্কয়ারের সব খানেই। তার মানে এই নয় যে পুরুষ তারকাদের উপস্থিতি কম ছিল। উৎসবের একেবারে সমাপনী দিনে এলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সিলভার গাউন শরীরে জড়িয়ে উৎসবের মূল ভেন্যুতে স্বামী নিককে নিয়ে হাজির হন তিনি।

মঞ্চে উঠে জানিয়ে দিলেন অনেক বিরতি হয়েছে। এবার তাকে ফিরতে হবে। বলিউডে কাজের জন্য এখনও তিনি মুখিয়ে থাকেন বলেও জানালেন। তার ভাষ্য, আমি আবার কিছু করতে চাইছি। আমি ভারতে শেষ সিনেমা করেছি প্রায় ছয়, সাত বছর আগে। পরের বছর আশা করছি কিছু করব। সত্যিই কিছু করব। কারণ আমি নাচ মিস করি, আমি ভাষা মিস করি, ভারতীয় সংস্কৃতি মিস করি। আমি ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যে কলাকুশলীদের সঙ্গে কাজ করে বড় হয়েছি তাদের সঙ্গে কাজ করা মিস করি।

ফেস্টিভ্যালের চতুর্থ সংস্করণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, আমি বলিউড ছেড়ে হলিউডে যাইনি। সবসময় উভয় ভারসাম্য ছিল আমার মধ্যে। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি কারণ খুব কম মানুষই হলিউড-বলিউডে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। আর এটা নিয়ে আমি খুব গর্বিত।

রেড সির বিদায়ী রাতে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন হলিউড তারকা জনি ডেপ। উৎসবের সমাপনী দিনে 'মোদী' সিনেমার প্রিমিয়ার উপলক্ষে হাজির হয়েছিলেন তিনি। সাদা শার্টের উপর কালো ব্লেজারে আর মাথায় লম্বা চুলে হাজির হয়েই সবার উদ্দেশ্যে চুমু ছড়িয়ে দেন এই তারকা। এরপর সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানান সিনেমা নিয়ে এতো বড় পাগলামি করার জন্য। সঙ্গে জনি ডেপ প্রত্যাশা করেন শিগগিরই এই আয়োজন বিশ্ব ফিল্মের সেরা আয়োজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

মেয়ে দিশানীর কথা উঠতেই অঝোরে কাঁদলেন মিঠুন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মেয়ে দিশানী চক্রবর্তীর সঙ্গে তার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। অভিনেতার দত্তক কন্যা তিনি। তবুও যেন মেয়েই তার সব। দিশানীকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মিঠুন। 'ডান্স বাংলা ডান্স' রিয়ালিটি শো-তে মেয়েকে নিয়ে কথা বলতে গিয়েই অঝোরে কাঁদলেন ফেললেন অভিনেতা।

অনুষ্ঠানে কনকাঞ্জলি প্রসঙ্গ নিয়ে নাচ প্রদর্শন করেন এক প্রতিযোগী। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, বিয়ের পর হাতে চাল নিয়ে তা মায়ের কাছে দিয়ে মেয়েরা বাবা-মায়ের 'ঋণ শোধ' করে থাকেন। বহুদিন ধরে চলে আসছে এ প্রথা। মূলত ওই নাচের মধ্যে দিয়ে বিয়ের সময় মেয়ের কষ্ট, বাবা মায়ের অসহায়ত্বই ফুটে ওঠে।

এরপরেই অভিনেতাকে শো'র অন্যতম বিচারক শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্ন করেন, এমজি তোমার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক কেমন? আর সে কথা বলতে গিয়েই কেঁদে ফেলেন মিঠুন।

মেয়েকে বিয়ে দেওয়া ও বিদায়ের কথা মনে করে অভিনেতা বলেন, যেদিন হবে সেদিন আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই মারা যাব। এরপরেই চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে মিঠুনের।

জানা গেছে, কলকাতার এক ডাস্টবিনের পাশে একটি কন্যাশিশু পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করেন তারা। পরে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দায়িত্বে রাখা হয় শিশুটিকে। সেখান থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন মিঠুন ও তার স্ত্রী যোগিতা।

নাম দেন দিশানী। পরবর্তীকে আইনি কাগজপত্রে সই করে দিশানীকে দত্তক নেন তারা। সে থেকে চক্রবর্তী পরিবারের চোখের মণি দিশানী। সকলেই প্রচণ্ড ভালোবাসেন এবং আগলে রাখেন তাকে। বিশেষ করে মিঠুন।

এদিকে ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই নানান মন্তব্য করেছেন অভিনেতার ভক্তরা। একজন লিখেছেন, যত বড়ই সুপারস্টার হন না কেন? দিনশেষে তিনিও তো একজন বাবাই।

কেন সাইফ-কারিনার দুই ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন মোদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

দুদিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছে বলিউডের কাপুর পরিবার। উপলক্ষ ছিল বলিউডে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা রাজ কাপুরের শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ। তবে উপলক্ষ যাই হোক, নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দীর্ঘসময় আলাপ করেছেন তারা। এসময় প্রত্যেকের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন মোদি।

আলাপচারিতায় সাইফ আলি খানের ছেলে তৈমুর ও জেহর খোঁজ নেন মোদি। শুধু কি তাই? একটা কাগজে নিজের নাম সই করে দেন তিনি। স্বয়ং মোদির পক্ষ থেকে ছেলেদের জন্য অটোগ্রাফ পেয়ে উচ্ছ্বসিত কারিনা। এসময় সাইফ-কারিনার দুই সন্তানদের সঙ্গে দেখা করা আগ্রহ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

নরেন্দ্র মোদীর অফিসের পক্ষ থেকে কাপুর পরিবারের সঙ্গে কথোপকথনের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। ভিডিওতে সাইফকে বলতে শোনা যায়, 'আপনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যার সঙ্গে আমি দেখা করার সুযোগ পেলাম। চোখে চোখ রেখে ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে দুইবার দেখা করলাম। দারুণ ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষ আপনি। আপনার কাজের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

সাইফ আলি খানের মুখে নিজের অতিথি আপ্যায়নের প্রশংসা শুনে পাল্টা রসিকতা করে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, 'তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম তৃতীয় প্রজন্মের সঙ্গেও আমার দেখা হবে। কিন্তু তুমি তো তৃতীয় প্রজন্মকে নিয়ে এলে না।'

সিনেমা, সংসার ও দুই সন্তানকে নিয়ে এখন সাইফ-কারিনার সুখের সংসার। তৈমুর সম্প্রতি সাত বছরে পা দিয়েছে। আর জেহর বয়স চার বছর!

এদিন সাইফ-কারিনার সঙ্গে সেখানে ছিলেন নীতু কাপুর, কারিশমা কাপুর, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, ঋদ্ধিমা কাপুর সাহনি ও তার স্বামী ভারত সাহনি, রিমা জৈন এবং স্বামী মনোজ জৈন, তাদের ছেলে আরমান।

২০২৪ সালে সবচেয়ে বেশি গুগল করা দলের দুটিই মেসির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ক্লাব ক্যারিয়ারের লম্বা সময় বার্সেলোনায় খেলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। ইউরোপের ছায়া মাড়িয়ে তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে ঠিকানা বানিয়েছেন। সর্বোচ্চ আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই মহাতারকার আগমনে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল জগৎ বদলে যাওয়ার খবরটি বেশ পুরোনো। এখন সেটি শুধু বদলে যাওয়াতেই আর আটকে নেই, যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল এবং ইন্টার মায়ামি রীতিমতো দাপট দেখাতে শুরু করেছে।

সার্চ ইঞ্জিন গুগলে ২০২৪ সালে সবচেয়ে বেশি খোঁজ করা ফুটবল দলের তালিকাতেও এখন সবার ওপরে অবস্থান করছে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি। আর সব ধরনের খেলা বিবেচনায় নিলে মায়ামি আছে তিন নম্বরে।

এই তালিকায় অবশ্য মেসির একটি নয়, দুটি দল আছে। আরেকটি হচ্ছে মেসির জাতীয় দল আর্জেন্টিনা। এ বছর কোপা আমেরিকা জেতা আর্জেন্টিনা ফুটবল দল হিসেবে আছে তিন নম্বরে, সব মিলিয়ে অবস্থান আটে।

সম্মিলিত তালিকায় গুগল সার্চে সবচেয়ে দাপট দেখানো দুটি দলই মেজর লিগ বেসবলের (এমএলবি)। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেই দল দুটি হচ্ছে নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিস ও লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্স। এই দুটি দলের পরই অবস্থান মায়ামির। গত মৌসুম অম্লমধুর কাটানো মায়ামি মেসির কারণেই মূলত বছরজুড়ে আলোচনায় ছিল। মেসির কারণেই যে মায়ামিকে গুগলে বারবার খোঁজা হয়েছে, তা আলাদা করে বললেও চলছে।

মায়ামির পর যে দলটি এ তালিকায় জায়গা পেয়েছে, সেটিও ফুটবল জগতের। গত মৌসুমে সবচেয়ে বেশি চমক জাগানো বায়ার লেভারকুসেন হচ্ছে সেই দল। জাবি আলোনসোর হাত ধরে গত মৌসুমে বুন্দেসলিগা জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছিল লেভারকুসেন। কোনো ম্যাচ না হেরেও ইনভিন্সিবল্স থেকে লিগ জিতেছিল তারা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ক্লাবটিকে নিয়ে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। যার প্রমাণ মিলছে গুগল সার্চে।

এই তালিকায় পরের তিনটি দল হচ্ছে ন্যাশনাল বেসবল অ্যাসোসিয়েশনের বোস্টন সেল্টিকস, মেজর লিগ বেসবলের নিউইয়র্ক মেটস এবং ন্যাশনাল বেসবল অ্যাসোসিয়েশনের ডালাস মাভেরিকস। ৮ নম্বরে আছে মেসির জাতীয় দল আর্জেন্টিনা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলটিকে নিয়েও ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের বড় কারণ মেসি। গত জুলাইে কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার কীর্তিও এতে বড় ভূমিকা রেখেছে। শীর্ষে দশে থাকা শেষ দুটি দল যুক্তরাষ্ট্র বাস্কেটবলের মিনেসোটা টিম্বারউলভস এবং কানাডার আইস হকির এডমন্টন অয়েলার্স।

ব্রিসবেন টেস্ট ড্র

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

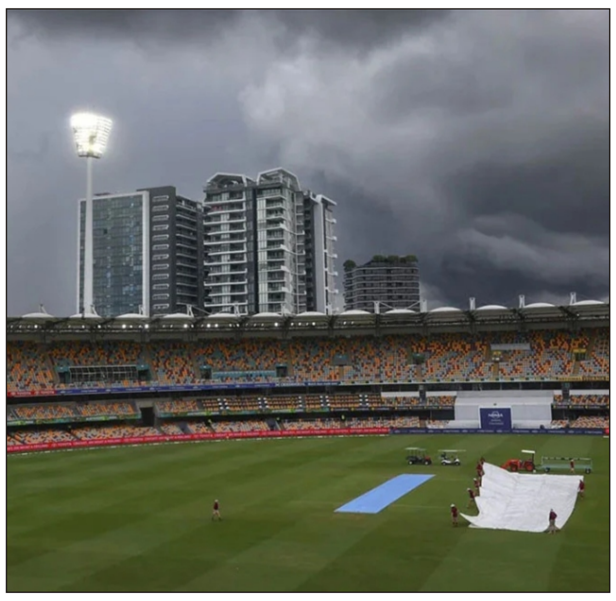

শেষ পর্যন্ত ড্র হয়ে গেল ব্রিসবেন টেস্ট। পঞ্চম দিনে ভারতের সামনে জয়ের জন্য ২৭৫ রানের টার্গেট দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামলেও প্রথমে আলোর স্বল্পতা এবং তারপর বৃষ্টির কারণে আর খেলাই শুরু করা যায়নি।

তৃতীয় টেস্ট ড্র হওয়ায় সিরিজ আপাতত ১-১ থাকল। এরপরে বক্সিং ডে টেস্ট হবে মেলবোর্নে। তারপর সিরিজের শেষ টেস্ট সিডনিতে। ফলে টিম ইন্ডিয়ার সামনে এখনও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার আশা বেঁচে থাকল।

আজ বুধবার গাবা স্টেডিয়ামে ৯ উইকেটে ২৫২ রানে পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে ভারত। দলীয় ৮ রান যোগ করতেই আউট হন আকাশ দিপ। ৪৪ বলে ৩১ রান করে ট্রাভিস হেডের বলে উইকেটের পেছনে অ্যালেক্স কেরের হাতে ক্যাচ হন ভারতীয় ১১ নম্বর ব্যাটার। এতে ২৬০ রানে শেষ হয় ভারতীয়দের প্রথম ইনিংস।

১৮৫ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। পঞ্চম দিনের শুরুতে দাপুটে বোলিং করে ভারত। ৮৫ রানেই অস্ট্রেলিয়ার ৭ উইকেট তুলে নেন জাসপ্রিত বুমরাহ ও মোহাম্মদ সিরাজরা। এরপর অবশ্য বেশি সময় ব্যাটিং করেনি অসিরা। ৪ রান যোগ করে ৮৯ রানে ইনিংস ঘোষণা করেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এতে ২৭৫ রানের লক্ষ্য পায় ভারত।

লক্ষ্য তাড়া করতে বৃষ্টির কারণে লাঞ্চের আগে মাঠে নামতে পারেনি ভারত। মধ্যাহ্নবিরতির পর ভারতের দুই ওপেনার যসশ্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল মাঠে নামলেও খেলতে পারেন মাত্র ২.১ ওভার। তোলেন ৮ রান। এরপর আবার বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির কারণে দিনের শেষ দিকে দেখা দেয় আলোর স্বল্পতা। ফলে আগেভাগেই ম্যাচ ড্র-য়ের ঘোষণা দেন আম্পায়াররা।

এর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ গজের পিচে বুমরাহ আকাশ দিপের তোপের মুখে দাঁড়াতেই পারেননি অস্ট্রেলিয়ার ৪ টপঅর্ডার। নাথান ম্যাকসুইনি ২৫ বলে ৪, উসমান খাজা ৭ বলে ৮, মারনাস লাবুশেন ৯ বলে ১ ও মিচেল মার্শ ১৩ বলে ২ রান করেন। দলীয় ২৮ রানের মধ্যেই সাজঘরে ফেরত যান তারা।

টেকেননি স্টিভ স্মিথও। ৫ বলে ৪ রান করে মোহাম্মদ সিরাজের বলে উইকেটের পেছনে রিশাভ পান্তের হাতে ক্যাচ হন তিনি। সিরাজের দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে ১৯ বলে ১৭ রান করেন হেড।

১০ বলে ২২ রান করেন প্যাট কামিন্স। ইনিংস ঘোষণার সময় ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন অ্যালেক্স কেরে। তার সঙ্গে ২ রান নিয়ে খেলছিলেন মিচেল স্টার্ক।

ম্যানসিটির সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০২৩-২৪ মৌসুমে টানা চতুর্থবারের মতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতে ইতিহাস গড়ে ম্যানচেস্টার সিটি। যার সুবাদে ২.২ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে তাদের আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১৫ মিলিয়ন পাউন্ডে। এর মধ্যে তাদের লাভ রয়েছে ৭৩.৮ মিলিয়ন পাউন্ড। তবে লাভের অঙ্ক হিসাব করলে, আগের বছরের চেয়ে সংখ্যাটি কমেছে। গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও প্রিমিয়ার লিগসহ শিরোপার ট্রেবল জিতে লাভ আরও বেশি ছিল সিটির।

২০১৪-১৫ থেকে (কোভিড মহামারির ২০১৯-২০ মৌসুম বাদে) প্রতি মৌসুমেই লাভ করছে সিটি। গত বছরে নিজেদের রেকর্ড আয়ের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে খেলোয়াড় ও কর্মীদের বেতনখাতে ব্যয় কমার বিষয়টি। বেতনবাবদ এই সময়ে সিটির ব্যয় এক কোটি তিন লাখ পাউন্ড কমে হয়েছে ৪১ কোটি ২৬ লাখ পাউন্ড। এতে করে কর দেওয়ার আগে তাদের লভ্যাংশ দাঁড়িয়েছে সাত কোটি ৩৮ লাখ পাউন্ডে।

সিটির আয়ের উর্ধ্বগতি এই মৌসুম শেষে নাও থাকতে পারে। এর কারণ তাদের সাম্প্রতিক মাঠের পারফরম্যান্স। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গত ১০ ম্যাচে তাদের জয় স্রেফ একটি। এই সময়ে সাতটিতে হার এবং দুটিতে ড্র করেছে। দলের এই করুণ দশায় প্রিমিয়ার লিগের টেবিলে চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে গার্দিওলার শিষ্যরা। এ ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তারা বাদ পড়ার শঙ্কায়, পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থান ২২ নম্বরে।

এই মৌসুমে সিটির দুর্দশার পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি চোটগ্রস্ত স্কোয়াড। এসিএল ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন ব্যালন ড্বিঅরজয়ী রদ্রিগো হার্নান্দেজ । এ ছাড়া চার সেন্টারব্যাক রুবেন দিয়াজ, জন স্টোন্স, ম্যানুয়েল আকাঞ্জি ও নাথান অ্যাকেকে পাচ্ছেন না গার্দিওলা। কেভিন ডি ব্রুইনা ইনজুরি থেকে ফিরলেও স্বাভাবিক ছন্দে নেই।

এর বাইরে কাইল ওয়াকার, জ্যাক গ্রিলিশ, জেরেমি ডকু, অস্কার ববরাও ইনজুরিতে পড়েছেন। আবার মৌসুম শুরুর আগে হুলিয়ান আলভারেজ, জোয়াও কান্সেলো ও লিয়াম ডেলাপকে ছেড়ে দেয় সিটি।

ভারত-পাকিস্তান সমঝোতা, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হাইব্রিড মডেলেই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আসন্ন আসর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলছিল তুমুল লড়াই। অবশেষে সেই লড়াইয়ের অবসান ঘটেছে। ভারতের চাওয়া অনুযায়ী হাইব্রিড মডেলেই আয়োজিত হবে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পাকিস্তানে দল পাঠাতে রাজি না হওয়ার পর দীর্ঘ সময় হাইব্রিড মডেলে সায় দেয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইসিসির তৈরি মডেলে রাজি হয় পিসিবি এবং বিসিসিআই।

টুর্নামেন্টের দশটি ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। আর বাকি ম্যাচগুলো হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। এ ক্ষেত্রে ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে না গিয়ে নিজেদের ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবে। আর হাইব্রিড মডেল মেনে নেওয়ার বিনিময়ে পাকিস্তানের দেওয়া শর্তও পূরণ হচ্ছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না পাকিস্তান ক্রিকেট দল। লিগ পর্যায়ে নিজেদের ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়।

হাইব্রিড মডেলের বিষয়টি নিয়ে বিসিসিআই এবং পিসিবি সমঝোতায় এসেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে দেশ দুটির সংবাদমাধ্যম। শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) আইসিসি সভাপতি জয় শাহর এ নিয়ে দুই বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করার কথা রয়েছে।

ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, বিসিসিআইয়ের ভারত ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে না পাঠানো এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ দুবাইয়ে খেলতে চাওয়ার বিনিময়ে পিসিবি পাকিস্তান দলের ভারতে না যাওয়ার যে শর্ত দিয়েছে, ২০২৭ পর্যন্ত তা মেনে নিচ্ছে আইসিসি। ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। এই টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচসহ পাকিস্তানের সব ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। আগামী বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হওয়ার কথা রয়েছে, এই টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের ম্যাচ আয়োজনের জন্য বিকল্প ভেন্যু নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে।

পাকিস্তানের এক্সপ্রেস ট্রিবিউন অবশ্য নারী বিশ্বকাপ অন্য একটি খবর দিয়েছে। পিসিবি হাইব্রিড মডেল মেনে নেওয়ায় ছেলেদের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তো পাকিস্তান দল কলম্বোয় খেলবেই, সেই সঙ্গে ২০২৭-৩১ সময়ে পাকিস্তানকে মেয়েদের একটি আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগও দেওয়া হবে। তবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির কিছু ম্যাচ দুবাইয়ে আয়োজন করার কারণে বিশেষভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে না পিসিবি।

হাইব্রিড মডেলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আয়োজক স্বত্ব থাকবে পিসিবিরই। আরব আমিরাতে হবে ভারতের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচ, একটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। আর এক সেমিফাইনালসহ মোট ১০ ম্যাচ আয়োজন করবে পাকিস্তান। ৮ দলের টুর্নামেন্টে ভারত, পাকিস্তান আছে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে 'এ' গ্রুপে। 'বি' গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান।

প্রাথমিক সূচি অনুসারে, ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ৯ মার্চ শেষ হবে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। আজ বিসিসিআই ও পিসিবির সঙ্গে আইসিসির বৈঠকের পর চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ হতে পারে।

১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ক্রিকেট, কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকবে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক দিয়ে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ক্রিকেটের। তবে ২০৩২ এর ব্রিসবেন অলিম্পিকেও ক্রিকেট থাকবে কি না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে সেই আসরেও ক্রিকেট নিশ্চিত করতে চাইছেন জয় শাহ। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার অলিম্পিক আয়োজক কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান।

১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হবে খেলা। ক্রিকেটের জন্য স্টেডিয়াম বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। মূল অলিম্পিম লস অ্যাঞ্জেলসে হলেও ক্রিকেট হতে পারে আমেরিকার পূর্ব দিকের মায়ামি বা নিউ ইয়র্ক শহরে।

লস অ্যাঞ্জেলসের পর অলিম্পিক বসবে ব্রিসবেনে। সেই আসরে ক্রিকেট থাকার ব্যাপারে এখনও নিশ্চয়তা নেই। তাই ব্রিসবেনে গিয়ে অলিম্পক্সের আয়োজক কমিটির প্রধান সিন্ডি হুক এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কর্মকর্তা নিক হকলির সঙ্গে দেখা করেছেন জয় শাহ। এই আলোচনার ভিডিও নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন আইসিসি চেয়ারম্যান।

মেসির চোখে বর্তমান প্রজন্মের সেরা ফুটবলার যিনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ক্লাব ক্যারিয়ারে ইউরোপের ছায়া মাড়িয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে ঠিকানা বানিয়েছেন লিওনেল মেসি। ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত সময়ে থাকলেও এখনও তাকেই অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে মাঠ মাতাতে শুরু করেছে নতুন প্রজন্মের ফুটবলাররা। তাদের মধ্যে থেকে সেরা ফুটবলার বেছে নিয়েছেন মেসি।

মেসির মতো লা মাসিয়া একাডেমির গ্র্যাজুয়েট হিসেবে বার্সেলোনার মূল দলে যোগ দেন স্প্যানিশ বিষ্ময়বালক লামিনে ইয়ামালও। কাতালানদের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ইতোমধ্যে তিনি ফুটবলাঙ্গনে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ক্লাবটিতে মেসির যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবেও ভাবা হচ্ছে ইয়ামালকে। আলবিসেলেস্তে তারকাও বর্তমান প্রজন্মের সেরা ফুটবলার হিসেবে এই তরুণের নামই উল্লেখ করেছেন।

ফুটবল সামগ্রী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসের এক অনুষ্ঠানে গোক ওয়েইও'র প্রশ্নের জবাবে মেসি বলেন, 'তরুণ ফুটবলারদের দারুণ একটি প্রজন্ম আছে, যাদের সামনে পড়ে রয়েছে লম্বা সময়। যদি আমি কাউকে বেছে নিতে চাই, বয়স ও ভবিষ্যৎ

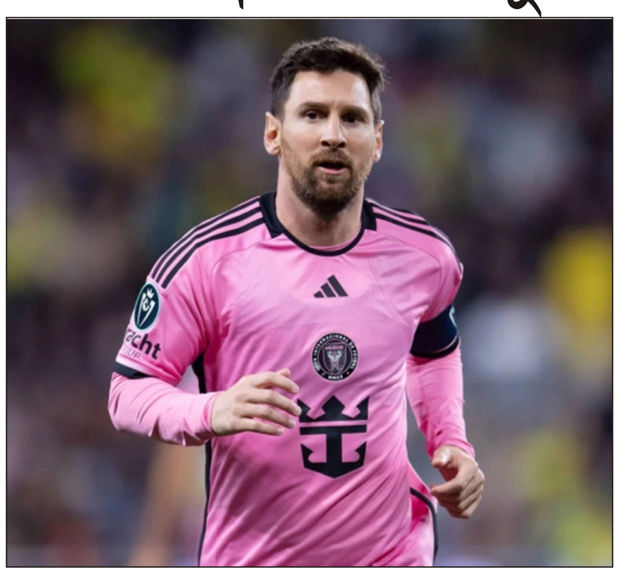

বিবেচনায় একজনের নামই আমি শুনে আসছি, লামিনে ইয়ামাল। তার ব্যাপারে আমারও কোনো দ্বিধা নেই।'

তিনি বলেন, 'এটা (বিশ্বসেরা ফুটবলার হওয়া) তার ওপর এবং আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে। কারণ, ফুটবল এমনই। কিন্তু সেই (ফুটবলের) বর্তমান এবং নিঃসন্দেহে দারুণ ভবিষ্যৎ তার সামনে।' একইভাবে বার্সেলোনার প্রতিও নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন মেসি, 'আমি বার্সাকে লা লিগা, কোপা দেল রে, এমনকি চ্যাম্পিয়নস লিগও আবার জিততে দেখতে চাই। যে বছরগুলোতে সেটা করা সম্ভব হবে না, তখন তারা যেন অন্তত লড়াইটুকু করে।'

প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিহাসে তার নাম তুলেছেন লামিনে ইয়ামাল। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বার্সেলোনা এবং স্পেন জাতীয় দলের হয়ে লা লিগা ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার ইতিহাস গড়েন তিনি। ২০২৪ সালে মর্যাদাপূর্ণ 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কারও জিতেছেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR